২০৮

আজকের কাগজ

তারিখ ২৭ APR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

১৭৬

বিশেষ সাক্ষাৎকারে কামরুজ্জামান

সরকারি সিদ্ধান্তই ছাত্র ছাত্রীদের জিম্মি করেছে

অঞ্জন রায় ঃ বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সংস্থা শিক্ষক লিয়াজোঁ কমিটির নেতা কামরুজ্জামান বলেছেন, আমরা কখনোই ছাত্র-ছাত্রীদের জিম্মি করিনি। সরকারি সিদ্ধান্তই ছাত্র-ছাত্রীদের জিম্মি করেছে। তিনি আরো বলেছেন, বর্তমান সরকার ও শিক্ষামন্ত্রী আমাদের ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করেছে। গতকাল আজকের কাগজের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। সাক্ষাৎকারের পুরো বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রশ্ন ঃ ধর্মঘটে গেলেন কেন?

উত্তর ঃ অনেকদিন আগে থেকেই আন্দোলন হচ্ছিলো। দু'বছর আগে আমাদের ধর্মঘট চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করে আশ্বাস দিলেন আমাদের সকল বেসরকারি শিক্ষককে জাতীয় পে স্কেলভুক্ত করবেন। ২ মাসের মধ্যে অন্য দাবিগুলো মেনে নেবেন। একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিও করলেন। দু'মাসে না হলেও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করলো। শিক্ষা সচিব তাতে স্বাক্ষরও করলেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দীন সরকার অজানা কারণে সেই রিপোর্ট আটকে রাখলেন। অনেকদিন অপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলাম, বললাম ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবি মেনে নিন। আমরা তখনই বলেছিলাম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি না মানলে তীব্র পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো। কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিলো না। তাই এক কথায় বলতে গেলে বর্তমান সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বাধ্য করেছেন লাগাতার ধর্মঘটে যেতে।

প্রশ্ন ঃ এ মুহূর্তে আপনাদের প্রধান দাবিগুলো কি?

উত্তর ঃ শিক্ষা জাতীয়করণ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিশ্চয়তা, এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের চলে আসা বৈষম্যগুলোর নিরসন। গতবারের আন্দোলনের সময় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে কমিটি হয়েছিলো তার সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন। এছাড়া ৮ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠনের দাবিও আমরা করছি।

আর দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা যারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করি আমাদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই আমরা দাবি করছিলাম আমাদের চাকরির নিরাপত্তার জন্যে সংসদে আইন প্রণয়নের। কিন্তু সরকার এ দাবিগুলোকে কখনোই গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। বরং আন্দোলনের সময় যারা বিরোধিতা করেছে তারাই সরকারের কাছে প্রিয়পাত্র হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনারা ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়টি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর ঃ আমাদের দাবির অন্যতম প্রধান একটি হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ। সেই দাবির প্রধান কথাই ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মধ্যে সমতা আনা।

প্রশ্ন ঃ এসএসসি পরীক্ষা এসে গেছে। এদিকে আপনারা ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রশ্নে অনড়। এর ফলে পরিস্থিতি জটিলতার দিকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আপনাদের করণীয় কি?

উত্তর ঃ আমাদের কিছুই করার নেই। দু'মাসের জায়গায় ২৬ মাস চলে গেলে তখন আমাদের হাতে ধর্মঘট ছাড়া আর কিইবা করণীয় থাকে? ব্যাপারটি আপনারাই খতিয়ে দেখুন।

প্রশ্ন ঃ সরকার বলছে আপনারা পরীক্ষার্থীদের জিম্মি করেছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ আমরা কখনোই ছাত্র-ছাত্রীদের জিম্মি করিনি, জিম্মি করার কথা ভাবিও না। সরকারের সিদ্ধান্তই ছাত্র-ছাত্রীদের জিম্মি করেছে। এখনো সময় আছে। সরকার যদি আমাদের দাবি মেনে নেন তবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বাধাই আসবে না।

কাগজ ঃ শিক্ষা সচিব, মন্ত্রী ডেকেছেন আপনারা তবু সংলাপে যাননি কেন?

কামরুজ্জামান ঃ ১৭ তারিখ সন্ধ্যায় আমাদের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাকলেন। আমরা জানতে চাইলাম তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কি না। তিনি তা এড়িয়ে গেলেন। আমরা প্রধানমন্ত্রী অথবা তার দায়িত্ব প্রাপ্ত কারো সঙ্গে ছাড়া কথা বলতে নারাজ। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে দেয়। এছাড়া সমাধানের পথ নেই।